সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও ভালো করলে চাকরি

| প্রকাশ : ৩১ মার্চ, ২০১৬ ০০:০০:০০

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া এর পাশাপাশি উপযুক্ত ভাতাও দেয়া হয়। তার সঙ্গে চাকরির ব্যবস্থাও থাকছে।

এদিকে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে 'ওয়ান বাংলাদেশ' রূপকল্প ঘোষণা দেয় বেসিস। এই রূপকল্পের অন্যতম বিষয় হচ্ছে ১০ লাখ দক্ষ জনশক্তি তৈরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আগামী তিন বছরে বিনামূল্যে ২৩ হাজার দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে বেসিস।

অন্যদিকে জনশক্তি তৈরির এই কাজকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইআইপি) একটি অংশ বাস্তবায়ন করছে বেসিস। যার অর্থায়নে রয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি)। বেসিসের বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৪৬ কোটি টাকা।

জানা গেছে, গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে বিডিবিএল ভবনে অবস্থিত বিআইটিএম ল্যাবে এসইআইপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে তিন হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আর যে কোনো সময় আবেদন করা যাবে। তবে প্রশিক্ষণে এক-একটি দলে দেয়া হয় তাই প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত পর্বে যেতে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রশিক্ষণে কোনো ধরনের ফি দিতে হয় না। বরং প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩ হাজার ১৫০ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে ক্লাসে ৮০ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস এ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন বছরে মোট ২৩ হাজার জন প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রকল্পের প্রথম বছর শুধু ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনাসহ অন্যান্য বিভাগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে। এই প্রকল্পের আওতায় বিআইটিএম প্রথম বছরে পাঁচ হাজার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে নয় হাজার করে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেবে বেসিস।

আরও জানা গেছে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) কর্তৃক মোট ১৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্র্যাকটিক্যাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), ডিজিটাল মার্কেটিং, আইটি সাপোর্ট টেকনিক্যাল, কাস্টমার সাপোর্ট অ্যান্ড সার্ভিস ও আইটি সেলস বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ ছাড়া ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, পিএইচপি, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট-ডটনেট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, সার্ভার ম্যানেজমেন্ট ও ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, ইংলিশ কমিউনিকেশন ও বিজনেস কমিউনিকেশন বিষয়ে তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাই সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা ক্লাস নেয়া হয়। বেসিস মনে করে, দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে না পারলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।

দক্ষ জনশক্তি থাকলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সহজেই আকৃষ্ট হন। তথ্যপ্রযুক্তিতে মানবসম্পদ তৈরিতে ২০০৭ সালে বেসিস প্রথম প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করতে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেই থেকে বেসিসের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিআইটিএমের মাধ্যমে প্রায় আট হাজার ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশ ইন্ডাস্ট্রিতে বা বাকিরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছেন।

আবেদনের নিয়ম : স্নাতক শেষ অথবা শেষের পর্যায়ে এমন যে কেউই এসইআইপি প্রকল্পে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে এ জন্য তাকে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপ অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অনলাইনে (http://bitm.org.bd/seip) আবেদন করতে হবে। আগ্রহীরা একটি বিষয়কে প্রধান করে মোট তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। এরপর লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষার ২ থেকে ৩ দিন আগেই তাদের পরীক্ষার সময়, দিন ও স্থান জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ের মৌলিক ধারণা পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষকরা মৌখিক পরীক্ষা নেন। যারা মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারাই পরবর্তী সময় ভর্তি হয়ে ক্লাস করার সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা দেবে বেসিস-বিআইটিএম। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত বেসিসের সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া চাকরি খোঁজার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া যোগাযোগ করতে চাইলে : এই কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য (http://bitm.org.bd/seip) সাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। এ ছাড়া বিস্তারিত জানার জন্য রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিডিবিএল ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত বিআইটিএম অফিসে গিয়ে সরাসরি জানা যাবে। ০৯৬১২৩৪২৪৮৬ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করা যাবে। চাইলে আপনিও নিতে পারেন এই সুযোগ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক : সালমা ইসলাম প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা,

ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত। পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০ E-mail: jugantor.mail@gmail.com

Print